7-5-54

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিঃ এর নিবেদন

মহিলা মহল

গাঙ্গাও প্রলাপ • দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল • প্রযোজনা ও উপদেষ্টা • সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়

আলোক চিত্র-শিল্পী • দেওজীভাই • শব্দযন্ত্রী ও পুনর্শব্দ লিখন • ভূপেন ঘোষ

সম্পাদনা • বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি • সংগীত পরিচালনা • সলীল চৌধুরী

গীতিকার • কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ • চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • বিনু বর্ধন

ব্যবস্থাপক : বিনয় দে * শিল্প নির্দেশ : তারক বসু, * রসায়নাধ্যক্ষ : আর, বি, মেহতা, * স্থির চিত্র : দেওজী ভাই * রূপসজ্জা : শক্তি সেন ও দেবী হালদার * আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত সিংহ, কেষ্টধন চক্রবর্ত্তী।

সহকারী

পরিচালনা :-বিশু বর্মা, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন বন্দোপাধ্যায় * আলোক চিত্র-শিল্পী : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া, তরুন গুপ্ত, আর, এস, মেরেহোত্রা, সত্যরায় * শব্দ যন্ত্রী : দেবেশ ঘোষ, সমীর ঘোষ, কালীপদ দত্তগুপ্ত, আশীষ রায় * সংগীত পরিচালক : প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায় * সম্পাদনা : রবীন বন্দোপাধ্যায়, * ব্যবস্থাপনায় : তারক সাধু খাঁ, দিলীপ ও পূর্ণ বাহাদুর * রূপ সজ্জায় : পরেশ * দৃশ্য সজ্জায় : সুবোধ দাস * নৃত্যপরিচালনা : বিনয় ঘোষ

ভূমিকায়

কৃষ্ণা, অমর, সবিতা, শীতল, চিত্রা, অনুপ, সুমনা, রতন, পারিজাত,জ্ঞানেশ, রাজলক্ষ্মী, রাজা, আশা,গোষ্ঠ, রেখা, নারায়ণ, প্রতিমা, বীণা, ইলা, শৈলবালা, সৌরেন, সন্তোষ, নির্মল, লাবণ্য নেপাল, গনেশ সুধা, দেবু, বসন্ত, তারক, মিহির, পূর্ণ ও পরিমল।

যন্ত্র সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ধন্যবাদ জ্ঞাপন : রেইনবো এণ্ড কোং, মুরলীধরজী জালান

পরিবেশনায় • মেহতা পিকচার্স

হারাধনের ছিলো দুশটি ছেলে।

আমাদের নন্দদার মহিলা মহলে কিন্তু পাঁচটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে। 'মহিলা মহলে একদিন শুধু মেয়েরাই ছিলো। ছেলেরা কি করে এসে জুটলো সে এক ইতিহাস।

একদিন মহিলা মহলের পাণ্ডা রকসী বাজারে গিয়ে দেখে ঐ পাড়ারই ছেলেদের দলের গোদা কার্ত্তিক বাজার করতে এসেছে ঝির সঙ্গে।

কার্ত্তিক যা কিছুই দর করে কিনতে যায়, ছোঁ মেরে তাই রকসী তুলে নিয়ে যায় আগে থেকেই তার থলি করে। মাছ ফুলকপি—সব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে কার্ত্তিক।

সেই দিগ্বিজয়ের কাহিনী কাণে যায় রকসীর সখী জলি বুলু শীলা লিলি, মহিলা মহলের অন্যান্য সভ্যাদের।

তার বন্ধুদের সেই দুঃখের ইতিকথা শুনিয়ে হাল্কা করে মন কার্ত্তিক। বন্ধুরা বলে: চল কাল তোর সঙ্গে বাজারে যাচ্ছি আমরাও। দেখি কেমন করে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় মাছ ফুলকপি সব।

সখীদেরকে আমন্ত্রণ জানায় রকসী: তোরাও কাল চল না আমার সঙ্গে বাজারে। মজাটা একা একা ঠিক এন্‌জয় করা যায় না।

বাজারে দেখা দু দলের। দু দলের সেই দেখা থেকেই সুরু হল দলাদলি। ছেলেরা মাছ কিনে বাড়ী ফিরে এসে যখন আবিষ্কার করেছে যে মেয়েরা বাজারে

থলি বদল করে মাছের থলি নিয়ে পালিয়েছে, তখন খালি পেটে হাত বুলোতে বুলোতে তারা অর্ডার দিলেঃ কেতো, দোকান থেকে অয়েল পেনিটং অর্থাৎ তেলে ভাজা আনা, তাই সাঁটি এখন মাছ ভাজার আশা ছেড়ে।

ওদিকে মেয়েরা মাছের প্লেট হাতে করে গান জুড়ে দিয়েছে।

পাথার সে বদলি হুয়ে মছলি মিলা এক দাঁও লাগালে—

ছেলেরা পাল্টা জবাব দিলে মেয়েদের ব্যাডমিণ্টন কোর্ট জলে ভাসিয়ে। ছেলেরা পালিয়ে যাবার আগেই ধরা পড়ে মার খেল মেয়েদের হাতে।

এই কেলেঙ্কারী বন্ধ করবার জন্যে প্রস্তাব আনলেন নন্দদাঃএক পাড়ার মধ্যে এরকম দলাদলি ছেলে মেয়েতে চলতে পারে না, অতএব আগামী সরস্বতী পূজো দু দলের মিলে মিশে করতে হবে।

মেয়েরা বল্লে আমরা রাজি। কিন্তু ছেলেরা এবারে করবে চিরকাল আমরা যা করে এসেছি সেই কাজগুলি। অর্থাৎ ভোগ রাঁধবে—আলপনা দেবে, বরণ করবো আমরা ঠাকুর এনে তুলবো, বাঁশ বেঁধে মঞ্চ তৈরী করব, ভাসানও দেবো। ছেলেরা বল্লে তথাস্তু।

তারপর সে এক চরম কেলেঙ্কারী। ছেলেরা রাঁধছে ভোগ, মেয়েরা বাজাচ্ছে ঢোল, সে এক ডামাডোল ব্যাপার।

ভাসান দেবার পর জলে নেমেছে মেয়েরা, ছেলেরা লরী নিয়ে হাওয়া। মেয়েরা

খবর দিলে পুলিশে। হাজতে ছেলেদেরকে নিয়ে গিয়ে পুরে দিলে পুলিশ। তারপর নন্দদা গিয়ে বোঝালে জোক করতে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল জোক হয়ে গেছে নন্দদাকে জড়িয়ে ধরে হাজতে ছেলেদের সে কি কান্না।

এদিকে মেয়েরা যেদিন প্রথম মেরেছিলো ছেলেদেরকে, সেদিন শুধু মারেনি, মরেওছে। ভালোবেসে ফেলেছে যে যাকে মেরেছিলো তাকে। শুধু রকসী রাজি নয় কার্ত্তিকের সঙ্গে মালা বদল করতে। সে বলে মহিলা মহল গড়েছি আমি। অন্যরা ভাঙ্গবে তবু আমি মচকাবো না। কার্ত্তিক আমার বয়ফ্রেণ্ড। কিন্তু বিয়ে কেন?

তারপর একদিন খবর এলো কার্ত্তিক মারা গেছে। ব্যস! রকসী প্রায় পাগল। মরা কার্ত্তিককেই সে বিয়ে করবে। বল হরি, হরিবোলের মধ্যে পুরুত রাম রাম করে মন্ত্র পড়ে। রকসী কাঁদে! কার্ত্তিক ওঠো, আর মারবো না।

রকসী বুঝতে চায় না যে কার্ত্তিক মারা গেছে। আপনারা তাকে একটু বোঝাবেন?

(১)

পাথারসে বদলি হয়ে মছলি মিলা হায়,
কালিয়া বানাও কোপ্তা বানাও,
দাঁও মিলা হায় মিলা এক।
সখি, দেখে আয় দেখে আয়
মৎস হারা বৎসদের দেখে আয় দেখে আয়।
আহা ভোজের লাগিয়া বাজারে যাইয়া,
কিনেছিলো থলি ভরে,
সে থলি বিহনে দারুণ দাহনে
পাথর চিবায়ে মরে।
সখি দেখে আয় দেখে আয়
একবার মৎস হারা বৎসদের দেখে আয়
দেখে আয়।

(২)

টরে টক্‌কা টক্‌কা টরে, টক্‌কা টক্‌কা টরে
টক্‌কা টক্‌কা টরে টক্‌কা,
মনে হয় প্রেম বুঝি ফক্‌কা।
ফুল শুকি যারে হায় সে হল কাঁটা
পদ্ম মৃণাল হল সজনে ডাঁটা,
কদম কেশর যেন শুকনো ঝাঁটা
মরি হায়রে হায় হায়রে, হায়রে হায় হায়রে
গগনের চাঁদ পেল অক্কা।

কোকিলের কাছে এসে দেখি এ যে কাক
শুক সারী হয় যেন শকুনির ঝাঁক
ভ্রমরার ঘরে বাঁধা বোলতার চাক
মরি হায়রে হায় হায়রে, হায়রে হায় হায়রে।
তাই পাপিয়ার বনে ওড়ে ধুক্‌কা।

(৩)

দুরু দুরু দুরু, গুরু গুরু গুরু সঘন সাওন বরষায়রে
মনে আজি মন ঝাপা দায়রে।
ঝরে বারি ধারা, এ প্রাণ দিশে হারা, না জানিগো
কোথা যাই হায়রে।
কি যে করি মন নিয়ে, বুকে বাজে বাঁশি কার
হাওয়ায় মদির নেশা জাগে, অঝোর ঝরায়
হাসি কার।
নিদারুণ কি করুণ ভাবনা জড়ায়রে ক্ষণে ক্ষণে।
পর বরিষনে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে, গগনে বিজলী
চমকায়রে।
কিযে হল কেবা জানে, কিযে আশা কি নিরাশা
কত এলোমেলো কথা জাগায় প্রাণে কি পিপাসা
দিয়া মোর অনুপম একি গান গায়রে॥

(৪)

তোমরা কেবল মনের সুখে, বেড়াও চুরুট
পাইপ ফুঁকে
উনুন জ্বেলে মনের দুখে মোদের পরান যায়।
বদ্ধ ঘরে মলিন মুখে দিন কাটে না হায়
তোমরা দেখাও বাবুগিরি হায়রে হায়॥

তোমরা পটের বিবি সেজে, রুজ পাউডার
ঘসে মেজে
গয়না শাড়ীর আড়ালে যে থাকো নিরালায়।
আমরা ঘুরি ঝকমারীতে রুজির যাতনায়,
ঘরের বেগার খেটে খেটে চাকরী পাওয়া দায়॥

নেই তোমাদের লজ্জা সরম, বচন আছে গরম গরম
দম্ভ করো পতি পরম গুরুর মহিমায়।
আমরা হুকুম তামিল করি কাজের ঝামেলায়
শিকল বাঁধা জীবন কাটাই হায়রে হায়॥

আমরা নানান বিদ্যে শিখে ঐ ব্লাঙ্কা পায়
নামটি লিখে
আঁধার দেখি দিগ্বিদিকে প্রেমের সাধনায়।
জানিনা কোন তোয়াজ করে মনটি পাওয়া যায়
তোমরা কোন মেজাজ দেখাও হায়রে হায়॥

ঘরের বাঁধন মানব না আর প্রেমের নামে
মিথ্যে কথার
পুরুষ জাতের দর্প এবার ভাঙ্গবো কাজের ঘায়।
নতুন যুগের জ্বালবো মশাল দুখের তমসায়
কোর্ট কাছারী দপ্তরেতে নারীর প্রতিভায়।

হোক তবে তাই এবার থেকে
আমরা মাথায় ঘোমটা রেখে
গোঁফ দাড়ী সব রাখবো ঢেকে আলতা পরে পায়
অন্দরেতে থাকবো বসে নারীর প্রতিভায়।
পুরুষ হয়ে সাজবো নারী হায়রে হায়॥

(৫)

আজি শূন্য গগন পথে কেঁদে মরে চিল
তারায় তারায় যেন নেই কোন মিল
মন কাঁদে, প্রিয়া দ্বারে লাগায়েছে খিল
হায় মেরে দিল॥

হায় পরাণের নেই যেরে ঠিকানা
রাত কানা হল বুঝি দিবসে কানা
জল কাঁপে কে যেনরে ছুঁড়ে গেছ ঢিল
হায় মেরে দিল॥

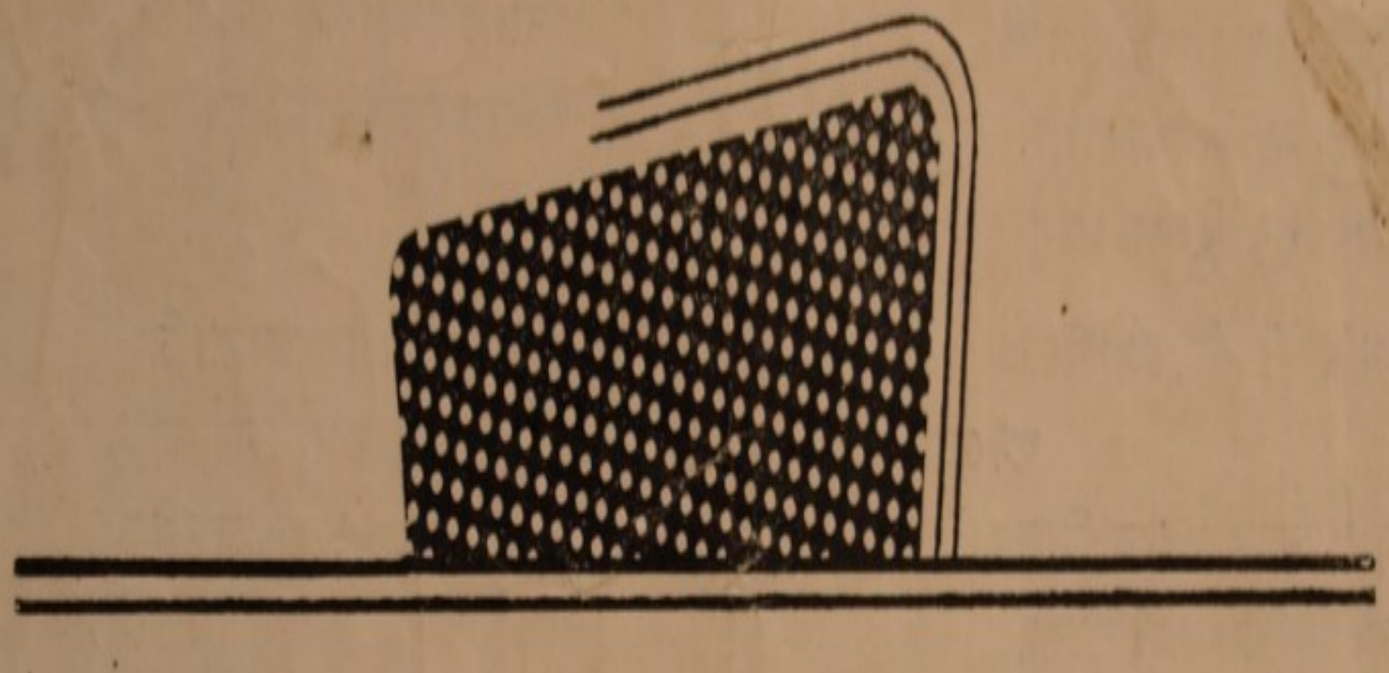

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিঃ-র পক্ষে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

এবং জুবিলী প্রেস, ১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, হইতে মুদ্রিত।

: প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র :

আর্টিস্টস সার্কল (১৯৫২)

দাম—দু' আনা